প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক : সন্ধ্যা সাহা
'শিল্পসাহিত্য
১০২এ, বালিগঞ্জ প্লেস
কলকাতা ৭০০০১৯

মুদ্রণ : অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

আজীবন শিক্ষাব্রতী আমার বাবাকে

দু'চার কথা

শৈশবে ইতিহাসের রাজরাজড়ার কাহিনী পড়ে তাদের ক্ষমতার দম্ভে মনে রাগ হোত। ওরা নাকি সর্বশক্তিমান—ঈশ্বরের প্রতিভূ। ওরা নাকি দিল্লী-কলকাতা রাজপথ নির্মাণ করেছেন, শ্বেতপাথরে ভালবাসা উজাড় করে তাজমহল বানিয়েছেন, তাঁদেরই কেউ কেল্লা গড়েছেন, প্রাসাদ-সৌধ-অট্টালিকা গড়েছেন, এমনকি কালিদাসের মত মহাকবিও নাকি সৃষ্টি করেছেন তারা। ওঁদের এবম্বিধ ক্ষমতার দর্প মনে সংশয় জাগাতো। ক্রমে মাটির পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকাতে শিখলাম, দেখি, 'বিপুল জনতা' তাদের তিল তিল শ্রম ও মমতায় এই তিলোত্তমা সভ্যতা গড়ে তুলেছেন এমনকি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত করছেন তারা। ওঁদের সংঘাতমুখর সংগ্রামে সমাজবৈষম্য তরল হচ্ছে। সভ্যতা এগিয়ে নিতে কতো না রক্ত-ঘাম অশ্রু ঝরাচ্ছে ওঁরা।····তবু ওঁরা অনুল্লেখিত, অখ্যাত।

কালের অগ্রগমনে আধুনিক জনশক্তি মৌখিক স্বীকৃতি পাচ্ছে, কিন্তু পুরানো রাজরাজড়ার নতুন সংস্করণ দেশনেতৃগোষ্ঠী বিপুল বিক্রমে ঐ মহাশক্তির শূন্যস্থান পূরণ করতে সচেষ্ট। সভ্যতা বিকাশের ডামাডোলে জনশক্তিকে, কখনো লেজে খেলিয়ে, কখনো অহিংসার হুমকি দিয়ে, কখনো অশুভ আঁতাত করে বা পেছন থেকে ছুরি মেরে আধুনিক মহারথীরা ইতিহাসের অগ্রগমনকে পেছনে টেনে রাখেন। ভারতবর্ষে বৃটিশবিরোধী দুর্বার সংগ্রাম এবং পরিণতিতে নেতৃত্বের শোচনীয় আত্মসমর্পণ ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতার স্বাক্ষর।

নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৩-৪৬) তারই একটি প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত। এ বিদ্রোহে লক্ষ লক্ষ মানুষের লড়াই মুষ্টিমেয়র বশ্যতার কাছে হার মেনেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষত নৌ-বিদ্রোহের সেই দ্বৈতচরিত্রকে তুলে ধরাই আমার এই বর্তমান কাব্যগ্রন্থের প্রয়াস। সংগ্রামী নাম ফণীভূষণ ভট্টাচার্য আমার উদ্যোগের প্রাথমিক প্রেরণা। প্রয়াত ভট্টাচার্য শুধু আমৃত্যু যুদ্ধই করেন নি, তিনি নৌ-বিদ্রোহে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার নেপথ্য ইতিহাসও উন্মোচিত করেছেন—লক্ষ লক্ষ অসীম সাহসী সংগ্রামীকে অভিনন্দিত করেছেন।

উক্ত দুই ধারার উত্তরসূরিরা আজ পর্যন্ত সমাজে সমান্তরাল চলেছে। আগামী সংগ্রামে কে কোন পক্ষ নেবে আমার তরুণ পাঠক-পাঠিকা যেন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তা দেখতে পায়, স্থির করতে পারে—আমার মতো এ প্রত্যাশা আরো অনেকেরই।

আনুষ্ঠানিকতায় গুরুত্ব লঘু হবার কথা অনেকে বলেন, তবু শ্রদ্ধেয় পৃথ্বীশ সাহা, কবি রাম বসু এবং সুধাংশু দে-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে আমার বোঝা হালকা হয় না যে।

১

এসো চিনি
এই দেশটাকে
এর জল হাওয়া মাটি
পশু পাখি ফুল
নিজভূমে আজও
পরবাসী আছে যারা

এসো জানি
দেশ সভ্যতা গাথা
সুজলা সুফলা
অরণ্য মাটি
সবুজ শ্যামল
কলুষিত করে কারা।

২

অজানা রাতের
সাঁই সাঁই
কার দুরুদুরু বুকে
অরণ্য ত্রাস
মৃত্যুর হানা
তবু বারবার
জীবনের গান শুনি

প্রলয় তুফান
ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে
কল্জে পোড়ায় দাবানল
তবু
স্বপ্নের দিন গুনি।

৩

প্রকৃতি বন্য
আদিম আদিম
অজানা শব্দ
অচেনা কুহেলি
কেবলি শঙ্কা
আতঙ্ক ভয় ত্রাস—
কে ধরেছে তার
টুঁটি টিপে
বলো শক্তি কার ?
রাজা-মহারাজা
মহারথী—
নাকি অসংখ্য নাম
করে চুরমার
বিন্ধ্য পাহাড় ?

৪

সভ্যতার ইমারত
সুরম্য প্রাসাদ
নদী-বাঁধ-সেতু
তুমি দেখেছো কি ?

অজন্তা পাথরে
ঘ্রাণ নিয়েছো কি ?
কথা বলা পাখি
কতনা মুখর আজও
পাকা ধান আহা
কার প্রেমে দুধ ভরে ?

গাঁইতি শাবলে
গান শুনেছো কি
কোরাস সঙ্গীত ?
কখনো দেখেছো তুমি
উজ্জ্বল হীরের মত
ঝলমলে প্রাণ ?

৫

স্বর্ণমুকুট সিংহাসনের
পাত্র মিত্র সান্ত্রী সমেত
রাজা মহারাজা
গড়ে নাকি দেশ
সভ্যতা আর সৌধমিনার
ইনিয়ে বিনিয়ে
ইতিহাসে গুণকীর্তন !

অথচ সেদিনও
অমাবস্যার কালো মেঘে
তাজ-সৌধ কেঁদেছে,
জানিনা সে কার
বিরহব্যথায়।
দীর্ঘশ্বাস কুতুবের
আমি গোপনে শুনেছি—
জানিনা নিভৃতে
খোঁজে কিনা
ঘাম অশ্রুতে ভেজা
ইকবাল্‌দের
ভুলে গেছি নাম !

৬

এ দেশ এ মাটি
তোমার আমার।
রহিম রামের।
আমাদের কোষ আর
ধমনীর অণু-পরমাণু
মাটির মমতা মাখা।
আমাদের প্রতিরাত
স্বপ্নের ফুল হয়ে ফোটা।
ভালবাসি লতাগুল্ম
আকাশের তারা
সম্পদে সাজিয়ে নিতে ঘর,
ইচ্ছে করে
মমতায় ধুয়ে দিতে
স্বপ্নের সোনালি উঠন।

জেগে থাকো তুমি
আজ জেগে থাকো
লিখে নেবো
ফুলে ফলে
পাতায় পাতায়
রহিম রামের নাম!

৭

মরি লজ্জায়
দিগন্তছায়
পলাশীর
কালো বোরখায়

বাদশা নবাব
নতজানু হয়ে
স্বাধীনতা সঁপে
দস্যুর পায় !

৮

ধান সামাল আর
মান সামাল,
কার বা গোয়াল
কে দেয় ধোঁয়া
সামলাবে কে ?
হেই সামালো
বর্গী এলো—
সবাই চাচা
পরান বাঁচা
তোর পরান আর
কে বাঁচাবে ?

৯

জননী ফোঁপায়
না-বলা ব্যথায়
দুচোখে করুণ
সুর্মা আঁকে

মা জানেনা তার
কন্যা কোথায়
শূন্য ঘরে সে
বিনিদ্র থাকে !

১০

ঝড়াপাতা নয়
ওড়াও-মুণ্ডা
তিল্‌কা মাঝি১ কি
ওয়াহাবী বীর২

কেল্লা বাঁশেতে
নাচে তাতা থৈ
কাঁচা বেল নিয়ে
বীর তিতুমীর ।৩

১১

মাটিমাখা সাঁওতাল

সমসের[৪]

ভূমিহীন সিধু-কানু[৫]

মজনুমিঞা[৬]

আর সন্ন্যাসী দেবী[৭]

অখ্যাত ওরা হোক

আমাদের

স্মৃতিপটে ছবি ।

১২

শব্দময় অস্ত্রের ঝন্ঝন্
বাজে কানে
বজ্র দেয় চক্ষু মুদে
দেখেছো কি তুমি
অভুক্ত শিশুর মুখ ?
নির্বাণ উন্থনে সেঁকা
টন্টনে জননীর বুক ?
দিনান্তের পথশ্রমে
রিক্ত বাপ
বুকের পাথরে রোজ
গাঁইতি শানায় ?
অথবা দেখেছো তুমি
বিজয়ীর দৃপ্ত হাসি ?
না-বলা প্রেরণা
আর শব্দহীন গান—
মানুষের সেই গান
তুমি শুনেছো কি ?

১৩

যদি কান পাতো
গঙ্গা যমুনা
গোদাবরী নদে
আজও শোনা যায়
শোলাপুর বীর
সদর্পে হেঁটে যায়

সুতাকলে রেলে
দেশপ্রেমিক
অযুত শ্রমিক,
ব্যর্থ দুচোখে
তেলেঙ্গানার৮
কমলাকে ভোলা দায়।

১৪

মিছিলে মিছিলে
বিক্ষোভ ঢেউ
ঢালে প্রাণ
গড়ে প্রতিরোধ

অস্ত্র ধারালো
মরিয়া লুঠেরা
মানুষ জানেনা শ্রান্তি
না নিয়ে প্রতিশোধ ।

১৫

জলতরঙ্গে শতাব্দী নাচে
সাগরের জলে
'হিজ ম্যাজেষ্টি'[৯]
বারুদের বিষ ঢালে

জাতীয় পতাকা জ্যাকের[১০] অধীন
কেননা সিরাজ
পরাজিত রণে
মিরজাফরের[১১] চালে।

১৬

সিপাহীর ক্রোধে
ঘনায় অস্ত্র অভিযান
তরবারি শানে
আঠার শতক
হাঁকে —
সুদূরের হাঁক

শহীদের খুনে
ভাগীরথী লাল,
আতঙ্ক ত্রাস
মৃত্যু ফেনিল
তবু জীবনের
মৃত্যুঞ্জয়ী ডাক।

১৭

ধূমায়িত ক্ষোভ
শতাব্দী জুড়ে
অশ্রু ও গানে
বিস্ফোরণে—

পরাধীন মার
গ্লানি মুছে দেবে
দৃপ্ত রেটিং[১১]
বলিষ্ঠ রণে।

১৮

দুধ মরে ক্ষীর
যন্ত্রণা ফেনিল
বঞ্চনারা কথা কয়
সিপাহীর বুকে

দিনরাত একাকার
আলো আর অন্ধকারে
আলোড়ন
একবার মরি বুক ঠুকে।

১৯

উল্লাসে শকুন চিল
ডানা ঝাপ্‌টায়
বিপন্ন মানুষ ত্রাসে
করে হায় হায়।

আকাশ বাতাসে
বারুদের ঘ্রাণ
শঙ্কিত প্রাণ
করে আন্‌চান্‌।

২০

লক্ষ যুবক
যুবতী বৃদ্ধ
লাঞ্ছনা আর
বঞ্চনা সয়ে
নিজভূমে পরবাসী

দল-মত-পথ
ভেদাভেদ ভুলে
মুক্তি পথিক
গোপনে নীরবে
দুর্গে দাঁড়ায় আসি।

১১

প্রকাণ্ড বিশাল যত
আরব্য দানব
শিকার শিকার খোঁজে
গোলক ধাঁধায়

কখনো বোয়াল গেলে তিমি
কখনো কখনো দেখি
বুভুক্ষু শুশুক পেটে
প্রকাণ্ড তিমিও চলে যায়।

মড়কের হোলি মেখে
মূক প্রাণ মুখরিত হয়,
আকাশের তারা বলে
এ দানব সামান্য নয়।

২২

তামাম্ শাসন
চুরমার হোক
স্ফুলিঙ্গ হোক
দাবানল—
অন্ধগহনে
পাথরের বুকে
শহিদের খুন
নামাক্ ঢল্।

২৩

স্থল নৌ আর
নভঃ পথ ঘিরে
সাদা কোম্পানীঃ৩
কব্জা করেছে দেশটা
বিধি বিধানের
নাগপাশ ছিঁড়ে
মুক্তি বাহিনী
বুঝে নিতে চায় শেষটা।

২৪

যে লড়াই হবে
দাঁতে আর নখে
গোপনে গোপনে
শাহাদাত[১৪] আর
ভুলাভাই[১৫] নেতা
অরুণা আসফআলি[১৬]

যে লড়াই গায়
বিজয়ের গান
অসংখ্য বীর
প্রিয়জন ভুলে
স্বপ্ন দুচোখে,
সাজায় অর্ঘডালি।

২৫

রূপসী গঙ্গা ঝলমল্ করে
মায়াবিনী ডাকে সেই নাম ধরে
যে নাম যায় না ভোলা
ভগৎ সিং[১৭] কি ক্ষুদিরাম[১৮] বীর
প্রফুল্ল চাকী[১৯] বিনয়-বাদল[২০]
স্মৃতি ফুলে গাঁথা মালা!

২৬

দস্যু দামাল
সামাল্ সামাল্
তাজা প্রিয়নাম
রক্তে ভেজায়
ছোবলে ছোবলে
কেঁউটে জাপান
করে তোলপাড়
আরও খুন চায়।

২৭

ক্যাসেল[২১] ব্যারাকে
জোয়ারের জলে
কৃষ্ণচূড়ার
ছায়া কাঁপে
আলো আঁধারে

শোকাতুর পিতা
রফিকুল[২২] আর
নিত্যশিবম্[২৩]
স্মৃতি খোঁজে
ছায়া পাথারে।

২৮

রাজায় রাজায় যুদ্ধ,
গোয়াল গরু সব ভেসে যায়
উলুখাগড়া স্তব্ধ।

সাপ খাবি—না ব্যাঙ?
শালুক কচু খড় বিচালি
কে দেবে আর ফ্যান।

২৯

কে দাঁড়াবে এইখানে
আগুনের টাটে?
জননীর আর্তনাদে
কার বুক ফাটে?

মায়ের গোঙানি
কার কলজে টাটায়?
মমতায় যার বুক
কানায় কানায়।

৩০

পাথর গরাদে
সামরিক নখে
লুণ্ঠিত যত
বন্দী অধীর
কত কন্যার
লাঞ্ছনা সয়ে
পুত্র নিধনে
জননী বধির।

৩১

বন্ধু হারানো
দণ্ডিত যারা
নজরবন্দী
ক্ষুধা তৃষ্ণার
শাণে ধার দেয়
ঘৃণার অসি।

বিনিদ্র সেনা
দিগন্ত খোঁজে
কখন সূর্য
ডোবায় শশী!

৩২

নৌসেনা চায়

গোপন কেন্দ্র[২৪]

হাতিয়ার

চায় অটুট বল,

বিজ্ঞান

চায় দর্শন

যেন না ভোলায় কোন

নেতার ছল।

৩৩

সেলাম ঠুকবে

ভারতীয় সেনা

অযোগ্য তারা,

ঝল্‌সানো রুটি

ফুটা পাত্রেই খাবে—

টমি[২৫] নামে চেনা

গোরা সৈন্যের

লাগেনা সেলাম

খাদ্য সরেস

নরম বিছানা পাবে।

৩৪

লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের
দাগা দিয়ে ওরা চায় মনোবলে
জাগাতে দৈন্য
আগ্নেয়গিরি বজ্র মানেনা
অগ্ন্যুৎপাত মুহূর্তে ঘটে
জানে ভারতীয় সৈন্য।

৩৫

জল স্থল ঘিরে
বাহিনী সাজাও
নির্দেশ করে
গোপন কেন্দ্র
পারোকি ভুলতে
নির্বাসনের দণ্ড ?
বুকে জমা ক্ষোভ
ক্রুদ্ধ রেটিং.
গ্রেনেডের স্তূপ'
করবে দখল
নৌঘাঁটি হবে
লণ্ডভণ্ড !

৩৬

নেতা গড়ে দেয় গোপন কেন্দ্র
সাক্‌সেনা[২৬] বীর চন্দ্র সিং[২৭] আর
পি কোট্টায়াম[২৮]
সম্মুখ রণে মজুর কিষাণ
লড়াকু মানুষ যারা ঢালে পায়ে
মাথার ঘাম।

৩৭

অভিযান কথা বলে
গোপনে
ব্যারাকে রেটিং—নেই
পরোয়া
ভুলে গেছে জাতপাত
ভারতীয়—
ভাই ভাই
ওরা বেশ
ঘরোয়া।

৩৮

মুসলমান কি
হিন্দু জানেনা
এক মালা গাঁথে
হাজার ফুল,
বীর গাঁথা দেয়
উত্তম বল
দ্বিধা নেই যদি
ঘটেও ভুল।

৩৯

জোটে না খাদ্য
বস্ত্র যা জোটে
নিম্নমানের
জোটেনা ভাতা

ভিখারী রেটিং
ভারতীয় যেন
দারাসুত নেই
পিতা কি মাতা॥

৪০

ধূমায়িত মেঘ
জাহাজ ব্যারাকে
গোপনে বাতাস
করে মন্থর
'ভারত ছাড়ো'র
শ্লোগানে মুখর
কাঁপে তরু, কাঁপে
গিরি থর্‌থর্‌।

৪১

অনুনয় বিনয় খেলায়
গায়ে মেখেছি
কতনা গ্লানির ধুলো,
লিনলিথ[২৯] আর
ওয়াভেলের[৩০] রক্তচোখে
কতবার শিউড়ে উঠেছি।
আরো কতবার
দরদী নেতার ছলনায়।
হয়েছি মুহ্যমান।
তবু
স্বপ্নে জাগরণে
কানপাতি হৃতপিণ্ডে
শুনতে পাই
বিয়াল্লিশের ডাক
বিয়াল্লিশ[৩১] ডাক দেয়—
খুলে দাও
সব খিল্ খোল
ধুলো ধুয়ে
যন্ত্রণা ভোল।

৪২

সজ্জিত হয়
পঞ্চ প্রদীপ[৩২]
সাহায্য যাবে
যুদ্ধ জাহাজ
আফ্রিকায়।
নাবিকের প্রাণে
সন্দেহ আনে
আরব সাগরে
ষড়যন্ত্রীরা
বুঝি ডোবায়।

৪৩

জীর্ণ জাহাজ
রেটিংরা পায়
পুরোভাগে
জলযুদ্ধের
ভরাডুবি হলে
কি যায় কি আসে
ওরা জানে দেশ
বুদ্ধের।

৪৪

ভূমধ্যনীলে খাইবার[৩৩] দোলে
নরফোক, গ্লোরি, গ্লস্টার[৩৪]
ঢেউ ঠেলে নীল কূল ছুঁতে নেই
ক্রুজারের[৩৫] শেষ চেষ্টার।

৪৫

একা হলে বোকা
খায় ল্যাং ধোঁকা
ভারতীয় সৈন্য
নয় বোকা বন্য।
একে একে দুই
মারে ঠাঁই ঠুঁই
মরে তবু লড়ে
না লড়ে কে হারে।

৪৬

দাবানল জ্বলে
বয়লার ঘরে
জাহাজ জঠরে
নাবিকের প্রাণ— দাউদাউ

ক্রুজার নিখোঁজ
ওয়াটার ফ্রন্ট
বস্তিতে তাই
কান্নার রোল—হাউহাউ ।

৪৭

জুয়া খেলা যুদ্ধের
জুয়া ফুটবলে
নাৎসী[৩৬] দাপায় বেগে
বাগে বল পেলে ।
প্যালারাম ফ্যালারাম
হলে কুপোকাৎ
নাচন কোঁদনে ওরা
করে বাজিমাৎ ।
দুনিয়াটা ফুটবল
যে পায়ে সে মারে গোল

৪৮

ওরা লড়ে অস্ত্রে
বেয়নেট বারুদে
রাম লড়ে প্রেরণায়
দাস নয় কারো সে।

যন্ত্রণা সয়ে শ্যাম
হামেশা বারুদ হয়
দেশপ্রেম আছে বল
কিসে ডর কারে ভয়।

আছে বীর সহস্র
নির্ভীক নাগা[৩৭]
গোপনকেন্দ্র সাথে
অতন্দ্র জাগা।

রাম রহিমের দেশে
যান বাঁচাতে
মান বাঁচাতে
দু ভাই লড়ে হেসে।

৪৯

গোরা দ্যাখো আর
হত্যা করো
গোপনে দেয়াল
রঞ্জিত হোক—'ভারত ছাড়ো'।

হিংস্র বণিক
শাসক পাণ্ডা
পাহারা বসাক
হোক নাজেহাল   ক্ষিপ্ত আরো।

৫০

টুটা ফাটা জামা
জমা দিয়ে পায়—উর্দি নতুন
ছোটে ষ্টোররুমে
ব্রিজলাল৩৮।
দেখে ব্রিজলালে
অর্ধনগ্ন
করে ডেনহাম্
গালাগাল্।

৫১

হাঁকে ক্যাপ্টেন
ব্যাটন চালাও
নেটিভকে করো জব্দ
স্থির অবিচল
সাক্ষী গফুর[৩৯]
নির্বাক নিঃশব্দ।
ঝাঁপ দিয়ে ধরে
গফুরের টুঁটি
মারে কিল মারে ঘুষি
প্রহারে প্রহারে
ডেনহাম কাবু
কত সুখ দেখে রেটিং খুশি!

৫২

নেতা হাঁকে-কাজ
এ্যাকশান নয়
ধৈর্য ধরা,
উচিত কার্য
নেতা নির্দেশ
মান্য করা।

৫৩

আহত নাবিক
বাতাসে বাতাসে
হতাশা শোনে
মুখবুজে নিতে
মার্শাল৪০
দিন-প্রহর গোনে।

আপোষপন্থা
আত্মহন্তা
যা গেছে যেটুকু শোনা
খাঁটি দুধে নাকি
অলক্ষ্যে কবে
মিশে গেছে কিছু চোনা ।

৫৪

তিড়িং বিড়িং লাফায় ভ্যাখো
খুঁটির জোরে ম্যাড়া
হুক্কাহুয়া অক্কা পেলো
দেশবাসী সব ভেড়া

৫৫

আগ্রাসী সুচতুর
দুনিয়াটা গিলে খাবে
হোক থাবা হিংস্র
বাঘ তবু কাগুজে
নৌসেনা ভারাটে না
জ্বালে তুষ ধিকি ধিকি
জ্বালুক ওরা কি লড়ে
না বুঝে ?

৫৬

ঘুমায় ঘুমায় রাত
পৃথিবীর বুকে।
রাত জাগা চাঁদ
আর উদ্বেল গোদাবরী।
ব্যাকুল ব্যারাকে
যারা জেগেছিল
বুকে চেপে গোপন দলিল
হাতে হাত ধরে—
অস্ফুটে শব্দ করে তারা
নরকের জহ্লাদ
আয় বেঁধে মার।
প্রতিধ্বনি-হুংকার
ছাড়্, পথ ছাড়্।
উইমেন নেভিতে
সহসা নিস্তব্ধ রাত
মুছে দেয় সবটুকু আলো।
উর্মি-অনুভা৪১
পাথুরে দেয়াল যেন।
ফুলের নির্যাস মুছে
রাত্রি হাঁপায়
থাবা অরণ্য কাঁপায়।
গরাদের পিঠে পিঠ রেখে
উর্মি অনুভা খোঁজে ভোর
আর কত দূর…!

৫৭

ঢেউ তুলে নাচে
বসন্তবায়ু
সিন্ধুকোলে
দুরন্ত ঢেউ
'থানাবন্ধ' এই
শ্লোগান তোলে

৫৮

সংকেত ছোটে
আরব সাগরে
করাচীতে শুনি
যুদ্ধং দেহি—বন্ধ খাওয়া
ছুটে গেছে ঘুম
ছোটে তাঁবেদার
টলেনা রেটিং
লেগেছে লাগুক পালে হাওয়া।

৫৯

বুকটা পুড়ে খাগ্ হয়ে যায়
শরীর পোড়ে ক্ষুধায়
কি দুর্দশায় বন্ধু আছে
কি যন্ত্রণা ব্যথায়।
লক্ষ জ্বালার দপ্দপানি
শিরায়-উপশিরায়।

বন্দী শিবির
মুলন্দে[৮২] নেই
দুর্বা-শিশির,
তার কাঁটাতে
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা
আনবে ফাগুন
লক্ষ বুকের
রক্ত গোলাপ ফোটা।

৬০

খানা চাই
ভালো বস্ত্র পোষাক
চাই নিয়মিত
মাসিক বেতন
সর্ত বিহীন
উর্মিলাদের মুক্তি।
ক্ষমতাদম্ভে
মত্ত ব্রিটিশ
উন্মাদ ওরা
মন্ত্র দানব
না জানে না বোঝে
না মানে যুক্তি।

৬১

খুনখারাবি হিংসা ভুলে
না হিংসা 'অহিংসা' বোলে
মিষ্টি হাসি নেতার ঠোঁটে
আনবে দেশে মুক্তি।
লুণ্ঠিত ধন কে চায় দিতে
সংগ্রামী চায় ছিনিয়ে নিতে
অতলতলে নাবিক খোঁজে
মুক্তা ভরা শুক্তি।

ক্ষত ধুয়ে ওরা
প্রতিজ্ঞা নেয়
শহিদের ঋণ
শুধবার—
মনোবলে লড়ে
মৈত্রিতে গড়ে
বিজয়ের ভিত
বুঝবার!

৬২

বন্দী শিবিরে
বণিক চাতুরী
বিচার তো নয়
প্রহসন !
মূর্ছিত হয়
বোবা যন্ত্রণা
প্রাণমন করে
আনচান্ ।
ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে
কুটিল রাত্রি
নির্বাক—
ঊর্মি-অনুভা
অবিচল
যায় প্রাণ যাক্ ।

নৌসৈন্যের
জঙ্গী লড়াই
কেন পেছু হটে
পড়ে থাকে ছাই ?
গ্লানি বুকে সেনা
সন্ধান করে —
মিরজাফরকে—
সেকি ভুলাভাই ?

৬৩

পাঠান সৈন্য
অত্যাচারীর ক্রীড়নক
শংকর কাঁটা
চাবুক চালাতে ভারী সখ্।

যমপুরী মুলতান
নিষ্ঠুর নরকের তুল্য
ভাষা নেই গরাদের
মানুষের নেই কোন মূল্য।

শুধু বাবুর্চি?
ওরা ঝাড়ুদার
রুটমার্চের দাপটে ওদের
ফাটুক বুক
সময়ের আগে
অজ্ঞান হলে
আরো মার
ফের চালাও চাবুক।

৬৪

কোর্মা পোলাও
তারা খাবে
যারা বাদশা নবাব
চর্ব্য-চোষ্য লেহ্য,
ক্ষুধার্ত্ত দেবে
খাদ্য বাটিয়া—
বন্দী মরিয়া
আর কত করে সহ্য !

ছিটেফোটা জল
দুখানা চাপাটি
অষ্টপ্রহরে
বন্দী খাবে—
পোশাকে সাবান
বিলাসিতা যদি
পিপাসায় জল
কি করে পাবে ?

৬৫

পরিখা পিছনে গিরিখাদ

অতল গহ্বরে তার

ধুধু অন্ধকারে—

মুমূর্ষ বন্দীর প্রাণ

রাতের কামিনী ফুল

টুপ্‌টুপ্‌ করে খসে পড়ে

বন্দী হারিয়ে যায়,

উলঙ্গ প্রেতেরা কত

অস্থিমজ্জা নিয়ে

খেলা করে।

৬৬

বন্ধুর পথে
তরুণ পড়ুয়া
খোঁজে পায়ে পায়ে
প্রত্নতত্ত্ব—
বাজে শৃঙ্খলে
দধীচির গান
বিস্ময়ে খোঁজে
নতুন তথ্য।

পড়ুয়া বন্ধু
পেয়েছো কি খুঁজে
দমনের নয়া
রীতি অকথ্য?

৬৭

হত্যালীলায়
অস্থির হোক
উত্তাল যুব
যুবতীর বুক।

ঢেউ নাচে নীল সাগরে
হাঁকে বোম্বাই
করাচী বাংলা
রাওলপিণ্ডি জাগো রে।

শর্তবিহীন মুক্তির ডাক
পাগলপারা
ঘুম কাড়ে যত ঘাতকের
ওরা আত্মহারা।

৬৮

কে আনে মুক্তি
বন্দী সেনার ?
কে জাগালো বুকে
স্বপ্ন দু'চোখে
শেকল ঘুচুক ?
যে বলে বলুক
কংগ্রেস-লীগ—
লড়ে আর মরে
লড়ে অখ্যাত
দরদী বুক ।

ভালবাসা আর
বীরত্বে লেখে
অখ্যাত নাম
আত্মত্যাগের গাথা
মুখরিত দেশ
মুখর মানুষ
হায় ! ইতিহাস
কি করে ভোলে সে কথা !

৬৯

দিনশেষ নামে
সূর্য পাটে
জ্বলে তুষ
সেনা পেছনে হাঁটে।
জোন্‌সের[৪৩] গুলি
বিদীর্ণ করে
মূলতান,
জাগাতে সূর্য
তলোয়ারে
ওঠে কলতান।

মোল্লা-হিন্দু
পরিষদ গড়ে
দেয় ওয়াভেল
উস্‌কানি…
যুদ্ধ-ফেরৎ
জীবিত সৈন্য
জোট বাঁধে
করে কানাকানি !

৭০

ভূতের মুখে
রামের নাম
মওকা-হাসিল
করবে কাম।

একটা কিছু করি
দিবস পালন
উদ্‌যাপনে
রেটিংগুলো ধরি।

থাকবে না টু শব্দ
এ উৎসবে
বিদ্রোহীদের
করতে হবে জব্দ।

১৯৪৪-৪৬

৭১

ধোঁয়া চেনে ওরা
আগুন চেনেনা
ডালেবর শ্যামচাচা,
বহ্নুৎসবে
সেনা প্রস্তুত
কে বাঁচাবি প্রাণ বাঁচা।
দেখে হতবাক্
বুরবথ্ গোরাভণ্ড
ক্ষুব্ধ রেটিং অবিচল
করে সব আয়োজন পণ্ড
ফরমান লেখে
দেয়ালে দেয়ালে
গোরা ছ্যাখো আর
হত্যা করো,
ক্ষুব্ধ শ্রমিক,
শ্লোগানে মুখর—
জহ্লাদ তুমি
ভারত ছাড়ো!

৭২

ভুলে গেছে ভয়
বীর দুর্জয়
বিক্ষোভে লেখে
পদত্যাগ,
আহ্বান হাঁকে
আর-এস[৪৪]
দেশের
জওয়ান জাগ্‌।
ছুঁড়ে টুপি
চেপে টুটি ধর
আয় বন্দিনী মাকে
মুক্ত কর।

ওরা নিষ্ঠুর
দু'পায়ে দলেছে
জয়ের মালা,
মা যখন কাঁদে—
বুকের অগুনে
মশাল জ্বালা।

৭৩

বাঁধভাঙা বন্যায়
দেশ ভেসে যায়
বিষণ্ণ শ্মশানে ব্যথী
করে হায় হায় !

অশনির ঘায়ে
ভেঙে পড়ে তরু
মুক্তির ফুল
মাটিতে লুটায়
মাটির মমতা
গায়ে মেখে বীজ
বাতাসে বাতাসে
আপনি ছড়ায় ।

৭৪

মন্ত্রণা বৈরীর—
যন্ত্রণা
রক্তের বিনিময়ে
বঞ্চনা।
সংগ্রাম পিছু হটে
নাবিকের
প্রস্তুতি সংগ্রাম
আজিকের।

সংগ্রাম প্রতিদিন
জীবনের
মুক্তির উচ্ছ্বাস
কল্‌জের।
কালজয়ী জীবনের
উদ্যম
মুছে দেবে গ্লানি
ভুলে সংযম।

৭৫

সাগরের বুক
ফুলেফুলে ওঠে
উচ্ছ্বাসে নাচে
তলোয়ার
নাচে চম্পক[৪]।
আহা হিমালয়[১৬]
দুলে দুলে নাচে
খাইবার।
ক্যাসেল ব্যারাক
ভূমধ্যনীলে
করাচী আরব
একাকার।

৭৬

জাগে সৈনিক—
ঘুম ছোটে
নেতা প্রেমিকের
করে তর্জন
ভাবে গর্জন
ক্ষণিকের।

নেতা শঙ্কিত
বিদ্রোহ বুঝে সাচ্চা
বলে—দেশপ্রেম
কি বুঝিস্ তোরা—বাচ্চা?

ঘোড়া টপ্‌কে ঘাস খাবে কেন
কেন বলে
চায় 'ব্যাটেল'?
ডানা ছেঁটে দাও
রেটিংয়ের
হাঁকে
বল্লভ ভাই
প্যাটেল।

৭৭

হিন্দু না মুসলিম
কে বড় কে ছোট,
ভণ্ড সাহেব ধীরে
বিভেদের জাল করে বিস্তার
চাল বেশ বুনিয়াদী
ধরা দিলে সেই জালে
পায়নি পাবেনা কেউ নিস্তার ।

রাতজাগা তলোয়ার
অস্থির চঞ্চল
ঘুম কাড়ে তঞ্চক
কেড়ে নেয় সব বল ।

৭৮

দাবি প্রস্তুত
নাবিকের—
চাই বিকল্প কাজ
ন্যায্য ভাতা
বন্দীমুক্তি
অথবা লড়াই
হবেনা হবেনা
তুচ্ছ কথা ।

৭৯

পতাকা ওড়ায়
ক্যাসেল ব্যারাক
জোট বাঁধে গ্রাম
বন্দরে
নেতা নির্বাক
থাকে থাক্
ডাক হরতাল
ছোটে অন্দরে।

৮০

নেতা উদাসীন !
হালে পানি পেতে
মরিয়া নাবিক
বার্তা পাঠায়—
ওরা কি জানেনা
আহা কত বীর
খাদ্যবিহীন
জীবন কাটায় ?

নাবিকের বুকে
গুরু গর্জন
অরুণার মুখে
শান্তিবুলি—
বিধি মেনে করো
আবেদন
শুনে রেটিংয়ের যায়
চক্ষু খুলি ।

৮১

আহ্বান ছোটে গিরি
বন্দর
উদ্বেল বোম্বাই
অন্দর।
উত্তাল ঢেউ নাচে
সাগরে
মুক্তপ্রাণ ঘুমিও না
জাগো রে—
সাঁজোয়া কামানে ওঠে
গর্জন
নাবিক করেনি ঘাঁটি
বর্জন।

৮২

মা তোর বুকে
মেয়ের রক্ত
কে বলবে—তুই ঘুমা
কমলা তোর
একশো মেয়ে
ওর গালে খা চুমা !
ঘুমিয়ে থাকা মেয়ের বুকে
এক ফোঁটা নেই বস্ত্র
কাঁদবি কেন ?
আছে তো তোর
দন্ত নখের অস্ত্র ।
বাঘের সাথে
পাঞ্জা লড়ে
কন্যা ঘুমায় মা
এই স্বদেশে
আমরা মাগো
রাখবো কোথায় পা ?
কমলা কি
বলছে মাগো
কান পেতে তুই শোন
রক্ত দেনা
শোধ করে দে
স্বপ্নের দিন গোন !

৮৩

খাইবার
ঝঞ্ঝা কে
পাবে পার
তলোয়ার !
ঝকঝকে
তলোয়ার।
টর্পেডো
টাইফুন
দুর্বার
অর্ণব
করে তীর
তোলপাড়
উত্তাল
ঢেউয়ে নাচে
রক্ত
বোম্বাই —
মাটি বড়
শক্ত !

৮৭

লালরুশ 'মলোটভ'[৪৭]
নেই মোটে স্বস্তি
বেপরোয়া খাইবার
ওয়াটার বস্তি।
গোরা চায় ফুৎকারে
করে দিতে ঠাণ্ডা
চাচাজীর[৪৮] হাতে দিতে
ব্যাটনের ডাণ্ডা।
লালমুখো বাস্টার্ড
করে কেন শব্দ
কুৎসা ছড়ায়— ভাবে
লালরুশ জব্দ।[৪৯]

৮৫

প্যাটেলের৩০ মুখে বুলি
ফুলঝুরি
হটকারী সৈন্যকে
মারো তুড়ি।
ইস্তফা দিক্
হোক জব্দ
মুখে যেন না শুনি
টুঁ শব্দ।

৮৬

আহা মরি মরে যাই
নেতা ভালো
হাবাগোবা—বোঝেনা
কি চাল্ চালো!
ঘূর্ণিতে ভয় নেই যোদ্ধার
একবার মরে
পালছেঁড়া নাবিকের বুকে বল
হাল তুলে ধরে।

৮৭

প্রবল বিরুদ্ধ ঢেউ ঠেলে
হাঁক দেয় সমুদ্র পাখি—
এসো মানুষের জন
এসো, তোমাদের হাত ধরি···
মর্মর ঝাউবনে
মানুষের বন্ধু এসো
অশ্রু দিয়ে ঘাম দিয়ে
এসো এক সমুদ্র গড়ি।

৮৮

ঘোলাজলে
পাকগুলো
        ঘুরেঘুরে ছোটে
নাবিকের
দুই চোখে
        ঘুম নেই মোটে।
ফাটাজামা
খুদকুঁড়ো
        তাও যদি জোটে।

৮৯

ভোর হোল
চোখ খোল
চুপ করে শোন
লাল চোখ
নেতা ডাঁটে
ভয় নেই কোন।
ছুঁড়ে ফেলো বন্দুক
যা বলুক নিন্দুক।

নির্দেশ—
করো শেষ যুদ্ধ
শৃঙ্খলা শর্তে
স্বাধীনতা নেবে নাও
নয়তো বেঘোরে যাবে
জানপ্রাণ শুদ্ধ।

শাস্তি লাঘব হবে
পাবে বড় পাত্তয়া
শুধোবেনা কখনো
চাচা, দাবী কেয়াহুয়া ?

নির্ভয়ে —
করো 'সারেণ্ডার'
ইনাম্
খেতাব পাবে এন্তার।

৯০

কলঙ্ক লেখে
বুক ভরা গ্লানি
পারো কি ভুলতে
রক্তঋণ ?
জেনেছে নাবিক
প্রবঞ্চক আর
খলনায়কেরা
কতো না হীন !

৯১

নৌবিদ্রোহ
দেশপ্রেমের
আলেখ্য একখানা—
ইতিহাসে গানে
মুক্তি কাঁথায়
ছলনা নক্‌শা বোনা।

বিদ্রোহ নাবিকের
বিদ্রোহ
দস্যুর বর্বর
নিগ্রহ।
মানুষের আশা
মায়া সঞ্চারী
গুনগুন গানে
মন দেয় ভরি।

৯২

ইতিহাস জানে
নীরবে নিভৃতে
কলঙ্ক লেখে কারা,
জননীর শোক
বুকের রক্তে
গ্লানি ধুয়ে দেয় কারা।

৯৩

ইথার তরঙ্গে
কাঁপে প্রাণ
মেদুর বাতাসে বাজে
বেহাগের গান।

সব পাখি ঘুমালো কি—
আকাশ কি ভুলে গেছে গান ?
মূর্ছিত ফুলের বুকে
প্রজাপতি করে আন্‌চান্‌।

চাঁদ শুধু রাত জেগে
কলঙ্ক ঢাকে
বিষণ্ণ মাটিতে তার
ছায়া আঁকা থাকে।

৯৪

তুমি কষো অংকটা
কে রাজা কে ভণ্ড
পাওকি বাতাসে কারো
নিশ্বাস গন্ধ ?

কারা করে উৎপাত
বিকৃত ইতিহাস ?
জননী নিলাম রেখে
রক্তকে উপহাস ?

সেলাম সেলাম শোন,
পণ্ডিত-তালেবর
কাণ্ডারী জনগণ
জেনে গেছি সে খবর !

পরিশিষ্ট—১

১। তিলকা মাঝির আসল নাম তিলকা মুর্মু। ১৭৫০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম বলে অনেকে মনে করেন। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আহত অবস্থায় তিনি ধরা পড়েন। বীভৎস অত্যাচারের পর তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয় ১৭৮৫ সালে।

২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন আরব দেশের আবদুল ওয়াহাব। পরে এই বিদ্রোহ ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নেয়। এই আন্দোলনই ভারতে প্রথম ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন। বাংলা দেশে এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তিতুমীর।

৩। তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলি। ১৭৮২ খ্রীঃ ২৪-পরগণার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ইংরেজ শাসক, স্থানীয় জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিতুমীর ১৮৩১ সালে ১৯শে ডিসেম্বর বীরের মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বাঁশের কেল্লা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

৪। ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহের নেতা। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। কৃষক সৈন্যদল গঠন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় তাঁকে বন্দী

করে। নবাবের হুকুমে তোপের মুখে বেঁধে সমসের গাজীকে ১৭৬৮ সালের শেষ দিকে হত্যা করা হয়।

৫। মজনুমিঞা ছিলেন ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক, সংগঠক ও যোদ্ধা। সমগ্র বিহার ও বঙ্গদেশের মানুষের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন মজনু ফকির নামে। ১৮৮৬ সালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে আহত হন এবং ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬। সিধু আর কানু ছিলেন ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম দুই নেতা। এঁরা দু-ভাই সাঁওতাল পরগণার ভাবনাদিহির নারান মাঝির দুই ছেলে। এঁদের অন্য দু-ভাই-এর নাম চাঁদ ও ভৈরব। চারভাই ই বিদ্রোহে প্রাণ হারান। সিধু-কানুর মৃতু হয় ১৮৫৬ সালে।

৭। সন্ন্যাসী দেবী—সন্ন্যাসী বিদ্রোহের এক নায়িকা। অনেকেই তাঁকে ছোট জমিদার বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তিনি সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। দেবীর শেষ পরিণতি অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যা লিখেছেন তা নিতান্তই কাল্পনিক।

৮। তেলেঙ্গানা কৃষকবিদ্রোহের নেত্রী ও নৌ-বিদ্রোহের প্যারেল বস্তির মহিলা সমিতির আত্মত্যাগী শহিদ কমলা ডোঙে।

৯। ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর নাম ছিল 'হিজ ম্যাজেষ্টিস ইণ্ডিয়ান নেভি' সংক্ষেপে এইচ. এম আই. এন।

১০। পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভারতীয় উপ-মহাদেশ (বর্তমান পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ ভুটান ও সিংহল) ইংরেজদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের অধীনস্থ হয় ১৮৪৭ সালে।

১১। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার সেনাপতি, যুদ্ধে

নবাবের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। আজও মিরজাফর একটি প্রতীক নাম।

১২। 'রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি'র সৈন্যরা রেটিং এই সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত ছিলেন।

১৩। ব্রিটিশ 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'।

১৪। ১৯৪৩ সালে নৌ বিদ্রোহের নেতৃত্বের জন্য নির্মিত 'কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা'র নেতা শেখ শাহাদাত আলি।

১৫। নৌ বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ভুলাভাই দেশাই।

১৬। ১৯৪২ এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেত্রী। নৌ বিদ্রোহে উপযুক্ত নেতৃত্ব দেবার পরও শেষ পর্বের (১৯৭৫-৪৬) বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে নিজের নাম কলঙ্কিত করেন।

১৭। উত্তর ভারতের জাতীয়তাবাদী শহীদ ভগৎ সিং।

১৮, ১৯, ২০। বাংলার বীর সন্তান এঁরা—ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জীবন দেন।

২১। নৌ সৈনিকদের আস্তানা। বড বড হলঘর যার প্রতিটি ঘরে প্রায় আডাই তিনশো লোক ধরে।

২২। নৌ বাহিনীর সৈনিক (নিত্যশিবম্ ও রফিকুল মোল্লা) যাঁদের দুজনের দুই ছেলে ১৯৭২ এর আন্দোলনের সময় বোম্বাই শহরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

২৩। ঐ

২৪। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ১৯৪১ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল (এমনকি কম্যুনিস্ট পার্টিসহ) মিলে স্থলনৌ ও বিমান বাহিনী গড়ে তুলতে এক গোপন সংস্থা তৈরী হয় (আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেণ্ট্রাল অরগানাইজেশান)।

২৪। ব্রিটিশ সৈন্যদের ভারতীয় সৈন্যরা ব্যঙ্গ করে 'টমি' নামে সম্বোধন করতো।

২৬। নৌ-বাহিনীর সেনাপতি মদনমোহন সাক্সেনা।

২৭। স্থল বাহিনীর সেনাপতি চন্দ্রসিং গাড়োয়াল।

২৮। বিমান বাহিনীর সেনাপতি পি কোট্টায়াম।

২৯। ১৯৪২ সালে ভারতে ব্রিটিশ বড লাট লর্ড লিনলিথগো।

৩০। ১৯৪৩ সালে লিনলিথগোর পর লর্ড ওয়াভেল বডলাট হন।

৩১। ব্রিটিশের বহু অত্যাচার নিপীড়ন ও ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর সংবিধান সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়ে উত্তাল গণ আন্দোলন হয় ১৯৪২-এর আগষ্টে।

৩২। বিশ্বযুদ্ধ চলছে, ওয়াভেল বডলাট নিযুক্ত হয়েছেন—নাবিকরা গোপনে খবর পেলো পাঁচখানা যুদ্ধ জাহাজ (পঞ্চপ্রদীপ) সজ্জিত করা হচ্ছে মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় ফ্রন্টকে সাহায্য করার জন্য। আসলে পেছনে ছিল ষড়যন্ত্র—সন্দেহভাজন ভারতীয় নাবিকদের আরব সাগরে ডুবিয়ে মারা।

৩৩। নৌবিদ্রোহের যুদ্ধ-জাহাজ।

৩৪। ইতালী উপকূলে যুদ্ধের পুরোভাগে ভারতীয় সৈন্যসহ খাইবার জাহাজকে যে তিনখানা ব্রিটিশ জাহাজ অনুসরণ করেছে তাদের নাম—নরফোক, গ্লোরি ও গ্লষ্টার।

৩৫। খাইবার জাহাজের সামরিক নাম ক্রজার বা যুদ্ধ-জাহাজ।

৩৬। জার্মানীর অত্যাচারী শাসকশক্তি নাৎসী বাহিনী—এরা আগ্রাসী ও পররাজ্যলোলুপও।

৩৭। বরোদায় গুপ্ত সমিতির নেতা ছিলেন ঠাকুর সাহেব। তাঁকে ঘিরে ব্রিটিশবিরোধী কাজ চলছিল সারা পশ্চিমভারতে। এমনকি অরণ্য-বাসী হাজার হাজার নাগা সাধু সন্ন্যাসীও অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত যুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে।

৩৮। নৌ সেনা ব্রিজলাল ডোগে্র। ষ্টোররুম থেকে ছেঁড়া উর্দি জমা দিয়ে নতুন উর্দি নেবার সময় ব্রিজলাল পুরোনো উর্দি বগলদাবা করে শুধু আণ্ডারওয়ার পরে সাহেবের সামনে গিয়েছিল। তা নিয়ে ঘটে গেল তুলকালাম কাণ্ড কারখানা।

৩৯। রেটিং গফুর মোল্লাকে সাহেব অর্ডার করে ব্রিজলালকে ব্যাটন চার্জ করতে। কিন্তু আদেশ না মেনে গফুর স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। এই অবাধ্যতা কেন্দ্র করে ষ্টোররুমে এক খণ্ডযুদ্ধ ঘটে যায়।

৪০। বিচারাধীন বন্দীদের বিনাবিচারে মৃত্যুদণ্ড।

৪১। উইমেন্স রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি'র দুই নেত্রী মহারাষ্ট্রের উর্মিলা বাঈ ও বাংলার অনুভা সেন। ১৯৪৪ এর বিদ্রোহে এঁরা গ্রেপ্তার হন। এদের হেপাজতে ছিল বহু গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিল যা ব্রিটিশের হাতে চলে যায়। মুলতান জেলে অকথ্য নির্যাতনের পর এঁদের ফাঁসী হয়।

৪২। মুলন্দ শিবির যেখানে ভারতীয় সৈনিকদের রক্তে ব্রিটিশ কলংক লেখা হয়ে আছে।

৪৩ ব্রিটিশ সেনাপতি ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস্—১৯৪৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী এম আর ব্যারাকস্ ও ক্যাসেল ব্যারাকে নিরস্ত্র রেটিংদের গুলি করে মারে।

৪৪। ১৯৪৫ সালে নৌ বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্বে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার বিশিষ্ট নেতা আর. এস. রুইকর।

৪৫। দুখানা ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ।

৪৬। ঐ

৪৭। মহাযুদ্ধে রাশিয়ার পার্টিজানরা জার্মান ফৌজের বিরুদ্ধে মলোটভ ককটেল বোমা ব্যবহার করে।

৪৮। নাবিকদের দ্বিতীয়পর্বের অভ্যুত্থানে ব্রিটিশরাজ সাম্রাজ্যের শেষ আশা ছেড়ে দিয়ে ক্রুর পথে জহরলালকে ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্বের লোভ

দেখায় ও ঔপনিবেশিক শোষণ বজায় রাখতে 'চাচাজী'র (নেহেরু) সাহায্য প্রার্থনা করে।

৪৯। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। রুশ পার্টির পতাকা ছিল সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর লাল পতাকা।

৫০। কংগ্রেস নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যিনি নৌ-বিদ্রোহে নাবিকদের সংগ্রামের প্রতি শেষ পর্যন্ত চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেন।